দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১০ কলাম ...

AUG 1 3 2002

ছাত্রদলের নতুন কমিটি নিয়ে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ

রাশেদ মেহেদী ॥ ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে এখন ছাত্রদলের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছে 'প্রবীণ-তরুণ' দ্বন্দ্ব, বিএনপির ভেতরে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ, প্রভাবশালী ছাত্রদল নেতারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিজেদের শক্তি প্রদর্শন আর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ মাসের ভেতর অথবা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই গঠিত হতে পারে ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। বিএনপির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, কোন কাউন্সিল কিংবা ভোটাভুটি নয়, বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুমোদিত কমিটিই হবে চূড়ান্ত।

নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে ছাত্রদলের অভ্যন্তরে সরজমিন অনুসন্ধান করে জানা গেছে, নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্যদিকে নবীন নেতা হিসেবে যাদের নামা শোনা যাচ্ছে তারাও ছাত্র হিসেবে প্রায় ১০ বছরের পুরনো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আশির দশকের শেষের দিকে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে দায়িত্বশীল পদে আছে এবং যারা নতুন কমিটিতেও শীর্ষপদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তারাই বিবেচিত হচ্ছে প্রবীণ হিসেবে। এদের সবারই টার্গেট সভাপতি পদ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির (স্থগিত) সহ-সভাপতি মজ্জুরে এলাহী, সাধারণ বিরোধ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

বিরোধ ঃ ছাত্রদলের কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক শাহাবুদ্দিন লাল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক এ.বি.এম মোশাররফ হোসেন, অন্য সহ-সভাপতি সগীর আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন। জানা গেছে, এরা প্রত্যেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ১৯৯০ সালের পূর্বে। এদের মধ্যে মনির হোসেন ছাড়া সবাই বিবাহিত। একমাত্র মনির হোসেনই হেলথ ইকোনোমিক্স বিভাগে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়ে বিশেষ কায়দায় ছাত্র হিসেবে পরিচিতি বজায় রেখেছে। কবে পাস করে বের হয়েছেন, সেই ইতিহাসটিও বিস্মৃতির পর্যায়ে রয়েছে। ওপরের সবার বিরুদ্ধে আছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ। মনির হোসেনের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে সন্ত্রাসের অভিযোগ খুব একটা না থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে নজিরবিহীন পুলিশি হামলার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের গড়ে ওঠা আন্দোলনে মনির হোসেনের নেতৃত্বে তার অনুগত ক্যাডারদের প্রকাশ্য সন্ত্রাস তাকে সাধারণ ছাত্রদল কর্মীসহ সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে একেবারেই অজনপ্রিয় করে তুলেছে, আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর 'ক্যাডার' হিসেবে তার পরিচিতি এখন সবচেয়ে বেশি।

নবীন গ্রুপ হিসেবে পরিচিতদের মধ্যে সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে যাদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে তারা হচ্ছে সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, শফিউল বারি বাবু এবং সেলিমুজ্জামান সেলিম। এরা ৩ জনই বর্তমানে স্থগিত এদের মধ্যে সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু বর্তমান শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর আপন ছোট ভাই বলে জানা গেছে। বেশ কিছু ছাত্রদল নেতা জানান, তিনি বিবাহিত। তবে অনেকে বলেন, তারা এ সম্পর্কে কিছু জানেন না। জানা গেছে, বর্তমানে তার দখলে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হল, জিয়া হল এবং এফ রহমান হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সাধারণ ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে যৌথ অ্যাকশনে নামা ছাত্রদল পেটোয়া বাহিনীতে তার সক্রিয় উপস্থিতি সবার চোখে পড়েছে।

১৯৯২ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাস ন্যাটা বাবুই হচ্ছে শফিউল বারি বাবু। এ মুহূর্তে তার ক্যাডার পরিচিতি কম হলেও যেকোন মুহূর্তে তিনি আবার 'পুরনো ফর্মে' ফিরে যেতে পারেন বলেন খোদ ছাত্রদলের একাধিক নেতা-কর্মী জানান।

সেলিমুজ্জামান সেলিমের ব্যাপারে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির অভিযোগ কম। বেশ কিছু হলে তার নীরব সমর্থন আছে বলে জানা গেছে। তবে মোটামুটি ভদ্র নেতা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রবীণ নেতাদের খুব একটা আগ্রহ নেই বলে জানা গেছে। নবীনদের মধ্যেই ৩ জন এ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমীরুল ইসলাম আলিম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নুর ইসলাম নয়ন। এদের মধ্যে মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন বুয়েটের চাঞ্চল্যকর 'সনি' হত্যাকাণ্ডের আসামি টগর ও বেনজির টিটোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। মাত্র কয়েকদিন আগেও বেনজির টিটো ও তাদের ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এলে সাধারণ ছাত্রদল কর্মীদের তোপের মুখে পড়ে। পরে বেনজির টিটো ক্যাডারসহ ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জগন্নাথ হল দখলের জন্য এ মামুনই দিনের আলোতে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালে ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী দেখা গেছে। অনুসন্ধানকালে অধিকাংশ ছাত্রদল নেতা-কর্মী, সাধারণ কর্মী তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য নেতা বলে জানায়।

আমিরুল ইসলাম আলিম শাহাবুদ্দিন লাল্টু গ্রুপের সমর্থক হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হল, জসীম উদ্‌দীন হল, জহুরুল হক হল, এস.এম হল এবং ফজলুল হক হলেও তার নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সাধারণ ছাত্রদল নেতা-কর্মীসহ সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও তার বেশ জনপ্রিয়তা আছে। তাকেও সবাই ভদ্র নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে তার ভাল সখ্য আছে বলেও জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির অভিযোগ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

নুর ইসলাম নয়ন নাসির উদ্দিন পিন্টু গ্রুপের সমর্থক বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে দু'তিনটি ঘটনায় সন্ত্রাসের অভিযোগ আছে বলে জানা গেছে। তবে সাধারণ ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে তার পরিচিতি কম লক্ষ্য করা গেছে। এ ৩ জনের মধ্যে নয়নই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে আছে বলে জানা গেছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৪ জনের নাম শোনা গেছে। এরা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাদের জুয়েল, দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন। এদের মধ্যে আসাদুজ্জামান আসাদের ব্যাপক পরিচিতি সশস্ত্র ক্যাডার হিসেবে। অস্ত্র চালনায় তার দক্ষতার কথা অনেকেই জানায়। নবীন হিসেবে পরিচিত ওপরের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থীরা প্রত্যেকেই প্রায় ১০ বছর আগে ছাত্রজীবন শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আলাপ করলে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, 'নিয়মিত ছাত্র হিসাবে করলে ১৯৯৬ সালের পরে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হয়। কিন্তু তাদের দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটি করলে নেতৃত্ব কেউই মানবে না। বাম সংগঠনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন তাদের কেন্দ্রীয় নেতারাও ১০/১২ বছরের পুরনো ছাত্র। তবে এদের প্রত্যেকেই নানা কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্ব বজায় রেখেছেন বলে জানা গেছে।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় সর্বত্র আলোচিত ছাত্রদল নেত্রী শান্তা, লুসিদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলে কয়েকজন নেতা এবং সাধারণ কর্মীরা সংশয় প্রকাশ করে বলেন, সম্ভবত ছাত্রদলের প্রতি সামান্য সমর্থন আছে তারাও লুসি-শান্তাকে ভুলেও চায় না।

এ ব্যাপারে বিএনপির দু'নেতা জানান, বিষয়টি নিয়ে দলে চিন্তা-ভাবনা চলছে। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। এর ভিত্তিতে দলের চেয়ারপারসন কমিটি ঘোষণা করবেন। কেন কাউন্সিল এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি হবে না জানতে চাইলে তারা বলেন, এটা এ মুহূর্তে অসম্ভব। কারণ দেখা যাবে, ছাত্রদলের বিভিন্ন স্থানীয় কমিটিতে যারা নেতৃত্বে আছে তারা পিন্টু-লাল্টুর সমর্থক। তারাই ভোট দেবে।

এদিকে বিএনপির আরও একটি সূত্র জানায়, হাওয়া ভবন থেকে বিএনপির ১নং যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানও নিজস্ব মাধ্যমে জরিপ সম্পন্ন করেছেন। এ জরিপের ফলাফলও নতুন কমিটির নেতা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সূত্র জানায়, এ মাসেই নতুন কমিটি ঘোষিত হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই নতুন কমিটি ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সূত্র জানায়, ছাত্রদলের বর্তমান সিনিয়র নেতাদের যুবদলে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।